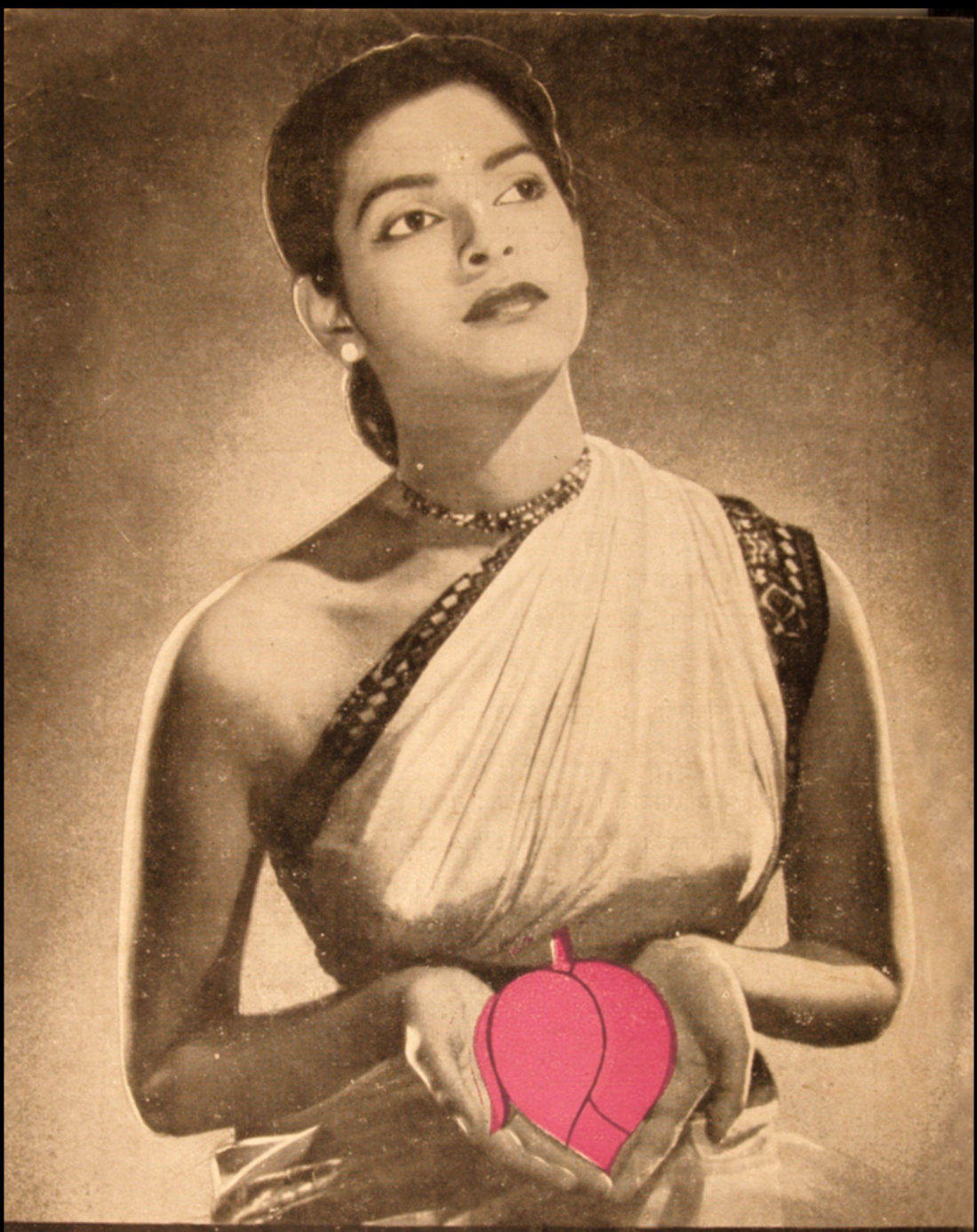

অরোরার নিবেদন

রাইকমল

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নিবেদন

তারাশঙ্করের

রাইকমল

পরিচালনা : সুবোধ মিত্র

সঙ্গীত পরিচালনা : পঙ্কজ মল্লিক

চিত্রনাট্য : বিনয় চ্যাটার্জ্জি চিত্রশিল্প : অমূল্য মুখার্জ্জি

শব্দগ্রহণ : সঙ্গীত—শ্যামসুন্দর ঘোষ : : সংলাপ : সুশীল সরকার

শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীতি মিত্র পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন

সেট নির্ম্মাণ : পুলিন ঘোষ ; দৃশ্যপট : রামচন্দ্র সেণ্ডে ; কুশীলব সংগ্রহ : বীরেন দাস

ব্যবস্থাপনা : ছবি ঘোষাল ; কর্ম্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

গান

মহাজন পদাবলী : অতুল প্রসাদ : শৈলেন রায় : তারাশঙ্কর।

সহকারীগণ :

পরিচালনা : অনন্ত গোস্বামী। চিত্রশিল্প : সুশান্ত মিত্র। সুরশিল্প : বীরেন বল। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন। সম্পাদনা : চারু ঘোষ। পরিস্ফুটন : বলাই ভদ্র, তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, সত্যেন বোস। মঞ্চসজ্জা : রবি চ্যাটার্জ্জি, প্রহ্লাদ পাল। সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু। রূপসজ্জা : মদন পাঠক, গোপাল হালদার, শিবু দাস। স্থির চিত্র : প্রভাকর হালদার। কুশীলব সংগ্রহ : বীরেন দাস, গৌর দাস। ব্যবস্থাপনা : মনোজ মিত্র।

●

——— চরিত্র—চিত্রণে ———

প্রধান চরিত্রে

কাবেরী বোস : উত্তম কুমার

নীতিশ মুখার্জ্জি : সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জি

চন্দ্রাবতী : নবগোপাল

অন্যান্য চরিত্রে : পারিজাত, জীবন, পঞ্চানন, জয়দেব, পরেশ, সুললিত, তারক, ছবি ঘোষাল, সান্ত্বনা, ইরা, উষা, সন্ধ্যা, আশা, বেলা, নমিতা, সুপ্রিয়া, গৌরী, গীতা, অশ্রু, দীপ্তি, বিদ্যুৎ, গোরা।

● নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ●

পশ্চিম-বঙ্গের রাঢ় দেশ। এ অঞ্চলের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

এখানকার মাটি আর জল, দুয়েরই রং গেরুয়া। এই রংয়ের ছোঁয়াচ আছে এখানকার বাউল বৈরাগীর মনে। সংসারের জটিলতাকে পরিহার করে সহজ সরল পথে চলে এদের জীবনযাত্রা।

এই অঞ্চলের ছোট্ট একটী গ্রামের পথের ধারে হরিদাসের আখড়া। এখানে বাস করে মা ও মেয়ে—কামিণী আর কমল। পাশেই নবদ্বীপ থেকে ফিরে কুটীর বেঁধেছে বৃদ্ধ বাউল রসিকদাস। কমলের সঙ্গে রসিকদাসের সম্পর্ক অতি মধুর। রসিকদাস কমলের নাম দিয়েছে রাইকমল। কমল রসিকদাসকে বলে বগবাবাজী। কমল যখন পরিহাস করে রসিকদাসকে বলে 'পাকা চুলে আবার রাখাল চূড়া বেঁধেছো। ওখানে একটী কাকের পালক গোঁজ বগবাবাজী। মানাবে ভাল'—মা তখন রাগ করে। রসিক কিন্তু হাসে আর কামিণীকে বলে 'না-না! ওকে কিছু বোলো না—ও আমার আনন্দময়ী রাইকমল'। এই বুড়ো বাউলই বিপদেআপদে মা ও মেয়ের নির্ভরস্থল।

গ্রামের সহজ সরল আবহাওয়ায়, লীলারসামৃত মুখরিত হরিদাসের আখড়ায়, কামিণীর আদরযত্নে আর রসিকদাসের স্নেহসিঞ্চনে দিনে দিনে ফুটে ওঠে রাইকমল।

কমলের সঙ্গী সাথী অনেক। তাদের নিয়ে কমল এক কল্পনার সংসার রচনা করে। সেখানে রঞ্জন গৃহকর্ত্তা, কমল গৃহিণী আর কাদু ননদিনী। ভোলার মনের সাধ রঞ্জনের আসন সে পায়, আর পরীর সাধ কমলের আসন সে পায়। খেলাঘরে কল্পনার যে বীজ রোপিত হয় ক্রমে তা অঙ্কুরিত হয়ে শিশুমনের নরম মাটীতে শিকড় গাড়ে। শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পা দেয় এরা।

পল্লীবাংলার বাউল বৈরাগী নরনারীর মন-ভ্রমরা যে মধুর চির-কিশোরের খোঁজে আজও গুন গুন করে, রঞ্জনের মধ্যে যেন সেই চিরকিশোরের সন্ধান পেলে রাইকমল। কিন্তু সরলা কিশোরীর এই পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—জাতিকুল। রঞ্জন চাষীর ছেলে। কমল বোষ্টমের মেয়ে। তাই রঞ্জনের বাবা মহেশ যেদিন দেখতে পেলে, কমলের এঁটো কুল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রঞ্জন খাচ্ছে, সেদিন মহেশ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ছেলেকে শাসন করলে—'কমলের দিকে তাকাবিনে'। ছেলে বললে—মানবে না সে—ভাসিয়ে দেবে জাতিকুল। তখন মহেশ কাতর হয়ে কামিণীর কাছে গিয়ে, সব জানিয়ে তার হাত ধরে অনুরোধ করলে, তার একমাত্র সন্তানকে যেন সে কেড়ে না নেয়। মেয়ের কষ্ট হবে জেনেও কামিণী কথা দিলে—রঞ্জনের চোখের সামনে তার মেয়েকে সে আর রাখবেনা। রসিকদাসকে অবলম্বন করে কামিণী ও কমল দেশ ছেড়ে নবদ্বীপ চলে গেল।

নবদ্বীপে রসিকদাসেরই পুরনো আখড়ায় এরা আশ্রয় নিল। সেখানে তরুণ বৈষ্ণবের রূপের হাট। সুবলসখার সুন্দর চেহারা, মিষ্টি হাসি, ততোধিক তার সুমিষ্ট ব্যবহারে কামিণী ও রসিকদাস মুগ্ধ হোল। তাদের

ইচ্ছে সুবলসখার সঙ্গে কমলের মালা-চন্দন হয়। কমল হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে—'দূর কেমনধারা মেয়েদের মত মিনমিনে'। মা যখন বলাইদাসের নাম করে কমল বলে—'ঐ আমড়া আঁটীর মত রাঙা রাঙা চোখ, ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল'। রসিকদাস হাসে। সে দেখে লীলা, রাইকমলের সেই চির-কিশোরের সন্ধান খেলা। কামিণী নিরস্ত হয় কিন্তু শান্তি পায় না। একদা পরপারের ডাক সে শুনতে পায় অসুস্থ অবস্থায়। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হয়। মেয়েকে সাবধান করে—'সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা বড় কঠিন'। কমল উত্তর দেয়—'কপালে থাকলে কিছুই এড়ানো যায় না মা। লখিন্দরকে লোহার বাসরঘরেও সাপে কামড়েছিল'। তবুও মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাকে শান্তি দেবার জন্যে, প্রতিশ্রুতি দেয়—বিয়ে সে করবে—আর পরের ছেলেকে কেড়ে নেবে না। কামিণী রসিকদাসকে ডেকে বলে—'তুমি দেখো'। রসিকদাস আশ্বাস দেয়—'তুমি ভেবোনা ও যাকে চায় তার হাতে আমি পৌঁছে দেবো ওকে'।

মায়ের মৃত্যুর পর দিন যায়। শোকমন্থর দিনগুলি শোকের প্রভাব মুক্ত হয়ে আবার সহজ গতি পায়। রাইকমল আবার হাসে।

বগবাবাজী একদিন রাইকমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়—মায়ের মৃত্যুশয্যায় কি প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে—তার বিয়ের কথা। বাউল চিন্তিত হয়েছে।

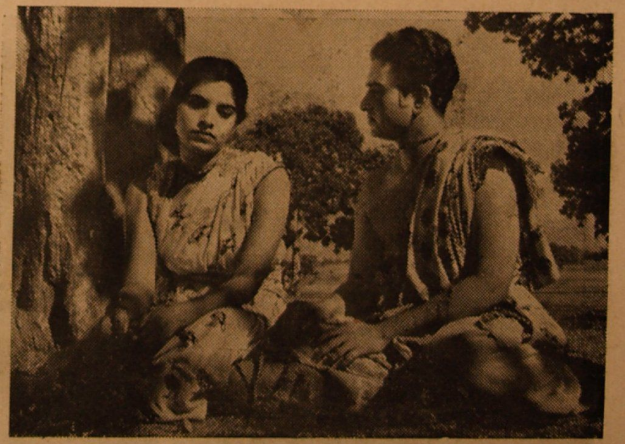

কামিণীকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—কমলকে সে দেখবে। কিন্তু বুঝতে পারেনি সে ভার কত গুরুভার। যুবতী সুন্দরী রাইকমলকে নিয়ে সে রাখবে কোথায়? এক আখড়ায় বাস করা লোকে ভাল চোখে দেখে না। একথা শুনে, একটু চিন্তা করে কমল তার মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করতে বলে। সুবলের সঙ্গে মালা-চন্দন করতে কমল রাজী হয়েছে, এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বগবাবাজী। কিন্তু সে হতভম্ব হয়ে গেল, কমল যখন তারই গলায় মালা পরিয়ে দিলে।

লোকনিন্দার হাত থেকে বাউলকে বাঁচাতে আর মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, কমল যে ব্যবস্থা করলে, তা ওদের দুজনেরই জীবনের স্বচ্ছন্দগতি, আনন্দ, শান্তি সব কিছুকেই ওলোট পালোট করে দিল। জীবনের ছন্দ কেটে গেল।

শান্তি পাবার আশায় শেষপর্য্যন্ত ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে পথে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, অবারিত মাটির বুকে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওরা নিজেদের গ্রামের কাছে এসে পড়ল। কমল ফিরে যেতে চাইল কিন্তু ভিটের মায়া প্রবলভাবে ওদের আকর্ষণ করল। আবার ওরা ঘর বাঁধল। কমল থাকে তার বাপমায়ের ভিটেতে কমলকুঞ্জে। রসিকদাস থাকে তার পুরণো ভিটেয়—রসকুঞ্জে। কিন্তু রঞ্জন—কোথায়

রঞ্জন? কমলের লক্কা? ছেলেবেলায় রঞ্জনকে সে বলত—লক্কা। রঞ্জন তাকে বলত—চিনি।

খেলাঘরের ননদিনী কাদু বললে—'তার নাম করিসনে আমার কাছে। তোরা চলে যাবার পর সে বিধবা পরীকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে। তার বাবা মা লজ্জায় ঘেন্নায় কাশীবাসী হন। সেখানেই তাঁরা দেহ রেখেছেন'। কমল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে বৈষ্ণবী কমলের আসর জমে উঠল কীর্ত্তনগানে। এসে হাজির হোল কমলের ছেলেবেলার সাথী ভোলা, পঞ্চানন, বিনোদ প্রভৃতি। নিজেই আসর পাতল রসিকদাস। কিন্তু তবু এ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে এক রাত্রে কমলকে পরিত্যাগ করে সে চলে গেল। কমলের ঘরের দরজায় রেখে গেল—তাদের মালা-চন্দনের শুকনো মালা। রাইকমল হাসল। সে বুঝেছে। কিন্তু কাদু রাগ করলে। সে ধিক্কার দিলে বুড়ো বাউলকে। বাধা দিয়ে বিচিত্র হেসে কমল বললে—'কারও লক্ষ্মীর ঘরের সিন্দুরকৌটো যদি চুরি যায় তো সে ঘরে সংসার পাততে কি মন চায় না সাহস হয়?' অবাক হয়ে কাদু প্রশ্ন করে—এসব কি বলছে সে? কমল বলে—'বাউলের গৃহদেবতা চুরি গিয়েছে। আহা সে পাক, তার শ্যামসুন্দরকে সে ফিরে পাক'।

এর পর কমল নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলে সেই চির-কিশোরের পটের কাছে। আনন্দে ও গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেই পটে। গ্রামবাসিনীদের রসনা কিন্তু কুৎসায় মুখর হয়ে উঠল।

এবার একদিন কমল চলল সেইখানে, যেখানে পদ্মাবতী সেই চির-কিশোরকে জয়দেবরূপে গানের অসমাপ্ত পাদ-পুরণ করতে দেখেছিলেন। জয়দেব কেন্দুলীর উৎসবে।

দারুণ ঝড়বৃষ্টির মাঝে পথ হারিয়ে ফেললে কমল। সে ডাকলে উচ্চকণ্ঠে—'কে আছ গো?' কে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল, কে গো? এতরাত্রে —এই প্রান্তরে? আকাশে মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছিল। চাঁদের আলোয় আগন্তুক এসে সবিস্ময়ে বললে—'তুমি? চিনি?' কমল সবিস্ময়ে দেখল—সে তার লক্কা।

এতদিন পরে কি রাইকমল তার পরম অপেক্ষায় সেই চিরকিশোরের দেখা পেল?

গান

(১)

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরভক্তবৃন্দ

(২)

বল বল তোমার কুশল শুনি
তোমার কুশলে কুশল মানি।
বঁধু আমার দুঃখ কিছু না গণি
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

(৩)

ফুটল রাইকমলিনী
কাল কৃষ্ণভ্রমর এসে।
লোকে বলে নানা কথা
তাতে তার কি যায় আসে॥
কুল তো কমল চায় না বুন্দে
মাঝ জলেই সে হাসে ভাসে॥

(৪)

ননদিনীর কথাগুলি নিমে নিমে মাখা
কাল সাপিনীর জিহ্বা যেন বিষে আঁকা বাঁকা
ও আমার দারুণ ননদিনী।

(৫)

সখি না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ
না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালের ডালে।

(৬)

গোরার সেরা গোরাচান্দ
চল দেখে আসি নদীয়ার,
আহা সুরধনীতীরে নদীয়া নগরে
গোরা নেচে নেচে হরি গুণ গায়।

(৭)

মথুরাতে থাকলে সুখে
আসতে তারে বলিসনে গো
মরণ যদি হয় তাতে (মোর)
সুখের মরণ জানিস সে গো।

(৮)

দেখে এলাম তারে, সখি, দেখে এলাম তারে।
একই অঙ্গে এতরূপ নয়নে না ধরে।
পরাণ ভরে দেখে এলাম,
রূপের অতীত অপরূপে।
রূপে যে তার আগুন আছে
হৃদয়খানি জেলে দিলাম।
সোনার বরণখানি চন্দনেতে মাখা,
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা।
জাতিকুল আর রইল না গো
রূপের গাঙে ভেসে গেলাম
কুলের বাঁধন সইল না গো।
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া
হেরিতে মধুর লাগে মধুময় হিয়া
মধুর হতে মধুর হল,
বঁধুর লাগি বিধুর হিয়া
আমার আমি বঁধুর হল।

(৯)

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়,
নয়ন কটাক্ষে বিষম বিসিখে
পরাণ বিন্ধিতে চায়।

(১০)

কি মোহিনী জান বন্ধু
কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে
তোমা নাহি হেন।

(১১ ক)

চণ্ডীদাস বলে ভেবোনা ভেবোনা
ওহে শ্যাম গুণমণি
তুমি যে তাহার সরবস্ব ধন
তোমারি আছে সে ধনী।

(১২)

পোড়া বিধি আমার বাদী হল
কৃষ্ণপ্রেম হতে দিল না
প্রেম করা সই আমার হল না।
সবে অঙ্কুর বেঁধছিল
অঙ্কুরেতেই ভেঙ্গে দিল
যুগল পল্লব হতে দিল না।
কৃষ্ণপ্রেম অমিয়া ফল
এবার আমার ভাগ্যে হল না॥

(১৩)

ও তোর একূল ওকূল ভাসিয়ে নিয়ে
চল রে ভোলা,
যদি তোর হৃদ্ যমুনা হোলরে উছল রে ভোলা।
আজি তুই ভরা প্রাণে,
ছুটে যা নৃত্যে গানে,
যে আসে প্রেম প্লাবনে
ভাসিয়ে নিয়ে চলরে ভোলা।
যে আসে মনের দুখে,
যে আসে ফুল মুখে
টেনে নে সবায় বুকে
তোর থাকনা চোখে জল রে ভোলা
দুধারের ফুল কুড়িয়ে,
চলে যা মন জুড়িয়ে,
মালা তোর হলে বিফল
করবি কি তুই বলরে ভোলা।
মিছে তোর সুখের ডালি
মিছে তোর দুখের কালি
দুদিনের কান্নাহাসি
সব ছল্ ছল্ ছল্ রে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি
বাজা তুই বাজা বাঁশী
থাক সেথা বেচাকেনার
দারুণ কোলাহল রে ভোলা।
অরূপের রূপের খেলা
চুপ করে দেখ দুবেলা
কাছে তোর এলে কুরূপ
(তুই) মুখ ফিরিয়ে চল রে ভোলা।

(১৪)

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারারে সেই মানুষে
তার উদ্দিশে দেশ বিদেশে
আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা মন হয় উদাসী
পেলে মন হত খুশী
দিবানিশি দেখতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জলে
নিভাই কেমন করে, হায়, হায় হায় রে আমি,
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখনা তোরা হৃদয় চিরে॥

(১৫)

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
বঁধু কি আর বলিব তোরে,
কোন পুণ্যফলে এ হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।

(১৬)

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
আমাদের রাই, রাই আমাদের
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নইলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন ?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা
শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা
ঐ যে যায়গো দেখা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান
শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম
নইলে মিছেই সে গান।

(১৭)

অল্প বয়স মোর শ্যামরসে জর জর
না জানি কি হবে পরিণামে গো।
যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি
চাহিলেও দেখি শ্যামরায়।
যদি চলে যাই পথে শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়া
সে বাঁশরী বাজায়ে আর নুপুরের ধ্বনি তুলে
সাথে সাথে চলে গো।
কহিনু তোদের আগে, দাগা পেলাম শ্যাম দাগে
এ ছার জীবনে নাহি কাজ গো।
এ জীবনে আর কাজ কি বল ?
শ্যাম যদি সই বিরূপ হল ?
তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া
জনমের মত রাঙ্গা পায়।
যোগিনী হইয়া যাব দুকানে কুণ্ডল দিব
এ ছার গৃহ পরিহরি,
কৃষ্ণনাম লব মুখে, জনম যাইবে সুখে,
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি।

(১৮)

অনেক কাঁদায়ে, অনেক সাধায়ে দরশ
মিললি মোরে
বঁধু আর না ছাড়িব তোরে।
নয়নে নয়ন লাগায়ে বঁধু হে, ছাড়িব মদন তীর
জর জর তনু সোহাগে ভুলিব, যেখানে হিয়ার নীড়,
আমি উচল বক্ষে, যতনে তুলিয়া দোলাব
রসিক রাজে,
এই বসনের আড়, রাখিব না আর, ভুলিব
সকল লাজে।
মান, ভয়, লাজ আমি, প্রিয় অনুরাগে সবই
ভুলিব ভুলিব।
মোহন চূড়াটী জড়ায়ে জড়ায়ে, বাঁধিব
বেণীর ছন্দে
মুগধ ভ্রমরে পিয়ায়িব মধু, তুষিয়া কমল গন্ধে,
প্রেম কমলের গন্ধে।

(১৯)

পিয়া যব আওয়াব এ মুঝ গেহি,
মঙ্গল যতহঁ করব নিজে দেহ।
কনক কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি,
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি।
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে,
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।

(২০)

বিদগধ যৌবন, তালে মদন রণ
রসভরে তনু জর জর ,
এ তনু লতাটী হায়, আবেশে ধরিতে চায়
শ্যামল তমাল তরুবর।
ঈষৎ হাসিয়া থাকিয়া থাকিয়া
ভাঙ্গো হে কুলের বাধা
রেখো না আমার কুলের বাধা।
কুল ছাড়ি আজি কলঙ্কের ফুল
মাথায় পরিবে রাধা।

পরে ধন্য হবে, প্রেম কলঙ্কে ধন্য হবে
এই কলঙ্ক পসরা বহি, নিন্দা স্তুতির বাহিরে
রবে।
আমায় কেহ বলে সতী, কেহ বা অসতী
কিবা মোর আসে যায়।
অনঙ্গ অনল শ্যামসঙ্গ বিনা
কভু না নিভিবে হায়।
অনঙ্গ অনল শ্যামসঙ্গ সেই অঙ্গের সুধা সঙ্গ বিনা
কভু না নিভিবে হায়।

(২১)

সই বোলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।

(২২)

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয়, ও দুটী চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে।
অ ন্যর আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি,
পরাণ হইতে শত শত গুন
প্রিয়তম বলি মানি।

(২৩)

মন্দির ত্যাজি যব পদচারি আইনু
নিশি দেখি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথে, হেরই না পারই
পদযুগ বেড়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনী, তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতিদূর
আর তাহে জলধর, বরখিয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ?
একে পদযুগ্ম পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশি, কছু নাহি মানিনু
অব মোর চিত উদ্ বেল।
তুহারি মুরলী যব শ্রবণে পশিল
ছোড়ল গৃহসুখ আশ।

(২৪)

হরি হরায় নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ

(২৫)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ো মা জগদীশ রক্ষ

(২৬)

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।

(২৭)

সখি, বলিতে বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
রমনী...............

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সমাজ-চিত্র

নিবেদন

পরিশোধ

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা—সুকুমার দাশগুপ্ত। সঙ্গীত—রবীন চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রে—ছবি, জহর, ধীরাজ, পাহাড়ী, অনুভা, মঞ্জু দে,

বাবুয়া এবং আরো অনেকে।

—নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন—

অরোরার পরিবেশনায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

= গোধূলি =

পরিচালক ঃ কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় ঃ ঃ সঙ্গীত—রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রধান চরিত্রে—জহর, অরুন্ধতি, নির্ম্মলকুমার প্রভৃতি।

অরোরার নব-নিবেদন

অনুরূপা দেবীর প্রখ্যাত কাহিনী অনুসরণে

মহানিশা

পরিচালনা—সুকুমার দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য—বিনয় চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত—রবীন চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে—বিকাশ, অনুভা, সন্ধ্যারাণী, রবীন, ধীরাজ,

পাহাড়ী, পদ্মাদেবী, রাণীবালা, বাণী গাঙ্গুলী,

অপর্ণা, কৃষ্ণধন প্রভৃতি।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পক্ষে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এবং ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিঃ-২৫ হইতে মুদ্রিত